দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

020

শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখা নৈতিক দায়িত্ব

--রাষ্ট্রপতি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছাত্রদরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য রাজনীতিকদের অভিযুক্ত করেছেন এবং তা আর না করার জন্য রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান উদ্বোধনের সময় গতকাল শনিবার তিনি এ আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে রাজনীতির বর্তমান ধারা চলতে থাকলে তা শুধু ছাত্রদের জন্যেই নয় দেশের জন্যেও ক্ষতিকর হবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে উচ্চ-শিক্ষার স্তরে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তার জন্য ছাত্র রাজনীতি বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

সম্প্রতি রাজশাহীতে নকলের দাবীতে বের করা মিছিলটি দেখার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সমাজে এখন বিদ্যাহীন ডিগ্রীর দৌরাত্ম্য চলছে। বিদ্যাকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে না

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার সুপারিশ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

'শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনে গতকাল শনিবার শিল্পকলা একাডেমীতে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম শামসুল হক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেমিনারের প্রথম পর্বে শিক্ষাসচিব হেদায়েত আহমেদ এবং দ্বিতীয় পর্বে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মুজিবুল হক সভাপতিত্ব

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

পারলে দেশের ভবিষ্যৎ সুখকর হবে না।

শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ এবং শিক্ষা উপ-সচিব নুরুদ্দিন আল মাসুদ বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সরকার দেশে একটি উৎপাদনমুখী যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করার চিন্তাভাবনা চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, নানাভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্র ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া যাবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অর্থ মঞ্জুরি বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, তিন উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কূটনীতিক এবং বিশিষ্ট সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলোচক প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

সেমিনারের অন্যান্য সুপারিশে শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিকায়ন, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী তালিকাভুক্তির পাশাপাশি জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রশাসন ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেয়া হয়।

প্রবন্ধ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হক তার প্রবন্ধে বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হলে তার গোড়াপত্তন করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে। এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকলে অনুৎপাদনশীল খাত থেকে কিছু টাকা এদিকে বরাদ্দ করলে সমস্যা আর থাকবে না।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সাথে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় যোগ করে দেয়া, এ অবস্থার প্রয়োজনে আরো উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরো ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে পুরনো জেলা সদরে একটি করে এবং রাজধানীসহ বড় বড় শহরে একাধিক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এতে বেশী টাকা খরচ হবে না।

অধ্যাপক হক পাস ও অনার্স কোর্সকে আলাদা না রেখে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স চালু, শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর পেলে সে বিষয়ে অনার্স দেয়া, সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর পেলে দু'বছর মেয়াদী মাষ্টার্স ডিগ্রী করার সুযোগ দেয়ার সুপারিশ করে বলেন, এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে চাপ কমে আসবে।

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তিনি শিক্ষকদের তৎপর হবার তাগিদ দেয়া, ছাত্রদের সমস্যাগুলো সহানুভূতির সাথে দেখা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবধর্মী করা, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ইত্যাদির সুপারিশ করেন।

আলোচনা

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মফিজউদ্দিন আহমেদ সরকারের কাছে পেশ করা কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এস এম আল হোসায়নী প্রকৃত মেধাসম্পন্নদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় ১৪ জন বক্তা অংশ নেন। উচ্চ কলেজের অধ্যক্ষ

মানোন্নয়ন রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষাবিদদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। কলেজ-শিক্ষক সমিতির মহাসম্পাদক শরীফুল ইসলাম বলেন, দেশে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বাগেরহাট থেকে আগত শিক্ষা প্রতিনিধি আবু বকর সমন্বিত বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবী জানান। দূরশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক কে, এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, নকল বন্ধ করা কঠিন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তা বন্ধ করতে চাই কিনা। অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকেয়া মান্নান সব ধরনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান, যাতে কেউ কেউ ব্যবসা করতে না পারে।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের পরিচালক দেলোয়ার হোসেন কিণ্ডার গার্টেন জাতীয় স্কুলগুলো তুলে দেয়ার সুপারিশ করেন। ব্যানবেইসের পরিচালক আনোয়ারুল হক খান মজলিশ বরাদ্দ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের পরামর্শ দেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এ, কে, এম সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা যদি অধিকার হয় তাহলে তা জাতীয়করণ করা উচিত। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জহুরুল ইসলাম ভুইয়া শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমাজকে বেশী করে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

সভাপতির ভাষণে, মন্ত্রী পরিষদ সচিব বলেন, আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত শিক্ষকদেরকেই সমাজের নেতৃত্ব দিতে হবে।